একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী

পদক্ষেপ বার্তা

বর্ষ: ১৫ | সংখ্যা: ১৪৯ | আগস্ট ২০২৫

www.padakhep.org

সম্মিলিত স্বপ্ন, সম্মিলিত প্রতিটি পদক্ষেপ

পৃষ্ঠা ০২

সবুজের ছোঁয়ায় তারুণ্যের উৎসব

পৃষ্ঠা ০৩

স্বচ্ছতা ও টেকসই উন্নয়নের অঙ্গীকারে পদক্ষেপ-এর জোন ভিত্তিক কর্মশালা

দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সেবার মানোন্নয়নকে সামনে রেখে পদক্ষেপ আয়োজন করেছে জোনভিত্তিক কর্মশালা। পদক্ষেপ-এর মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১০ আগস্ট থেকে ২৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মশালাগুলোর আয়োজন করা হয়। কর্মশালাগুলোতে সংস্থার বিভিন্ন জোনের হাজারো কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রথম কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় ১০ আগস্ট রংপুর শিল্পকলা একাডেমিতে, যেখানে রংপুর ও দিনাজপুর জোনের ৪৩১ জন অংশগ্রহণ করেন। পরদিন ১১ আগস্ট রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বগুড়া ও রাজশাহী জোনের ৩৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন। ১২ আগস্ট যশোর শিল্পকলা একাডেমিতে যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর জোনের ৫৫০ জন, ১৩ আগস্ট বরিশাল ক্লাবে বরিশাল ও ভোলা জোনের ৪৬৭ জন এবং ১৪ আগস্ট পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পটুয়াখালী জোনের ২২৯ জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ১৭ আগস্ট ময়মনসিংহ টাউন হলে কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জোনের ৩৯৯ জন, ১৯ আগস্ট মৌলভীবাজার শিল্পকলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জোনের ৪০০ জন, ২০ আগস্ট কুমিল্লা ডাউনটাউনে কুমিল্লা জোনের ৩১৩ জন, ২১ আগস্ট চট্টগ্রামের এলজিইডি মিলনায়তনে চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ এবং পার্বত্য জোনের সর্বাধিক ৬৩৩ জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা সিরিজের পরিসমাপ্তি ঘটে ২৪ আগস্ট ঢাকার আইডিইবি মিলনায়তনে, যেখানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ জোনের ৪২০ জন অংশ নেন।

"ঋণ দেই যাচাই করে, বকেয়া কমাই আদায় করে, দুর্নীতি দেখলে অভিযোগ করি, কর্মীবান্ধব পরিবেশ গড়ি।"-এই স্লোগানকে সামনে রেখে কর্মশালাগুলোর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল—স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, কর্মীবান্ধব পরিবেশ গঠন, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন এবং সেবার মানোন্নয়ন। একই সঙ্গে মাঠপর্যায়ের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করে প্রস্তাবিত সমাধানসমূহ উপস্থাপন করা হয়।

উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক কর্মশালাগুলোতে অংশ নিয়ে ডিজিটাল রূপান্তরের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, "সংস্থাকে টেকসই পথে এগিয়ে নিতে নিজেদের ডিজিটাইজেশনে মনোযোগ দিতে হবে।"

তারুণ্যের উদ্যম ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আয়োজিত কর্মশালাগুলো পদক্ষেপ-এর কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার করেছে। ধারাবাহিক এই কর্মশালা পদক্ষেপ-কে ভবিষ্যতে আরও স্বচ্ছ, টেকসই এবং সুসংগঠিত অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সম্মিলিত স্বপ্ন, সম্মিলিত প্রতিটি পদক্ষেপ

২৪ আগস্ট ২০২৫, সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ঢাকার কাকরাইল ভিআইপি রোডের আইডিইবি ভবনের মুক্তিযোদ্ধা হলে এক ভিন্ন আবহে ভরে ওঠে। কর্মশালায় পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মী ও বিভিন্ন জোনের জোনাল ম্যানেজার একত্রিত হন এক অনন্য অনুষ্ঠানে, ভিশন ২০৩০ এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণী সেশনে। এই আয়োজন কেবল পরিকল্পনা উপস্থাপনার জন্য ছিল না; বরং এটি ছিল আমাদের যৌথ স্বপ্নকে একসূত্রে বাঁধার একটি প্রয়াস। এতে অংশগ্রহণকারীরা মাঠপর্যায়ের সাফল্য, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। প্রতিটি বক্তব্যে ও আলোচনায় উঠে এসেছে নতুন দিগন্ত ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা। কেউ শেয়ার করেছেন অভিজ্ঞতার আলো, কেউ তুলে ধরেছেন ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের সম্ভাবনা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, যিনি ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান এবং গুরুত্বারোপ করে বলেন, "লিডারশিপ পজিশনে নারীদের নেতৃত্ব অপরিহার্য।" নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস যোগ করেন, "আমাদের সত্যিকারের নেতা হতে হবে।"

দায়িত্ববোধ, অঙ্গীকার এবং স্বপ্নের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে নতুন এক শক্তি। সেই শক্তি আমাদের আগামী দিনের পথচলায় শুধু দিকনির্দেশনা দেবে না, বরং অনুপ্রেরণা যোগাবে প্রতিটি পদক্ষেপে। এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা কেবল ভবিষ্যতের কৌশল স্থির করিনি; বরং প্রতিজ্ঞা করেছি আরও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার এবং ভিশন ২০৩০-এর পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলার।

পদক্ষেপ ও নিলয় মোটরস লিমিটেড (হিরো) এর অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর

পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য নির্ভরযোগ্য পরিবহন, বিশেষ করে মোটরসাইকেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের দূরবর্তী এলাকায় পৌঁছানো, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং সময়মতো সহায়তা প্রদান সহজ হয় মোটরসাইকেলের মাধ্যমে। এই চাহিদা এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে সাশ্রয়ী ও মানসম্মত মোটর সাইকেলের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে পদক্ষেপ এবং নিলয় মোটরস লিমিটেড (হিরো)-এর সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে সদর দপ্তরের ২য় তলা মিটিং রুমে স্বাক্ষর করেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এবং নিলয় মোটরস এর সিএফও ও কোম্পানি সচিব, বিজয় কুমার মণ্ডল। উভয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। এই অংশীদারিত্ব কর্মীদের চলাচলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুবিধাভোগীদের জন্য সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য মোটরসাইকেলের সুবিধা নিশ্চিত এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করবে।

আগস্ট ২০২৫ মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

সুবিধাভোগী **৩৪৭** জন	অর্থ প্রদান **৯.২৬** মিলিয়ন টাকা
এ পর্যন্ত সুবিধাভোগী **১৬৫,১৯৮** জন	এ পর্যন্ত অর্থ প্রদান **৫,৩৩২.৬৫** মিলিয়ন টাকা

'সমৃদ্ধি কর্মসূচির' বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

সবুজের ছোঁয়ায় তারুণ্যের উৎসব

"একটি গাছ একটি প্রাণ, একটি গাছ একটি ভবিষ্যৎ" এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে সারাদেশে পালিত হচ্ছে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫। পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে ৩ আগস্ট দুটি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রথম কর্মসূচিটি সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার হাজী আব্দুস সাত্তার অ্যান্ড মরিয়ম উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং দ্বিতীয়টি বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার রাজিহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকবৃন্দ, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মীবৃন্দ। সকলেই তারুণ্যের উৎসব ও পরিবেশ সচেতনতার উপর আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে দাঁড়ানোর মনোভাব প্রদর্শনের একটি সুন্দর উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে পদক্ষেপ। সেই ধারাবাহিকতায়, গত ০৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে পদক্ষেপ এর দাসেরবাজার ব্রাঞ্চের সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে তালিমপুর ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাঠ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে ছিলেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তন্ময় দাস, স্বাস্থ্য পরিদর্শক সুমাইয়া বেগম ও জোৎস্না বিশ্বাস। তারা ১ নং ও ৪ নং ওয়ার্ডে খানা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া স্বাস্থ্য পরিদর্শক জুই হালদার ১৮ আগস্ট ২০২৫ খানা পরিদর্শন ও ডায়াবেটিস এবং ওজন পরিমাপ কার্যক্রমে অংশ নেন। পরিদর্শনকৃত স্থানের মধ্যে রয়েছে গোয়াইল, রাজিহার ও আগৈলঝাড়া। মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে স্থানীয়দের স্বাস্থ্য সেবার মান যাচাই ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

যুব দিবস উদযাপন

তারুণ্যই আগামীর শক্তি তাই পদক্ষেপ কর্তৃক পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে গত ১২ আগস্ট ২০২৫ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন করা হয়। বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় শহিদ সুকান্ত বাবু কলেজ প্রাঙ্গণে "উন্নয়নে যুব সমাজ" শীর্ষক র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন শতাধিক তরুণ-তরুণী। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভায় সমাজে দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন বক্তারা।

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

শিক্ষা মানুষের জীবনে আলো ছড়িয়ে দেয়। তাই পদক্ষেপ এর শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ৪ নং ওয়ার্ড, ভাজনা বাহাদুরপুর, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল এলাকায়। এখানকার বৈকালিক শিক্ষা কেন্দ্রে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক গীতা বাড়ৈ নিয়মিত পাঠদান করছেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় শিশুরা পড়াশোনায় আগ্রহী হচ্ছে এবং শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলছে। কেন্দ্রটিকে ঘিরে আয়োজিত অভিভাবক সভায় সন্তানের উপস্থিতি, শিক্ষার অগ্রগতি ও নৈতিক বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অভিভাবকরা প্রতিশ্রুতি দেন, শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার এ প্রয়াসে তারা শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একসাথে পথ চলবেন।

'আরএমটিপি' প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে র‍্যালি ও ক্যাম্পেইন

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ মাছ। গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে শুরু করে পুষ্টি ও জীবিকার উৎস হিসেবে মাছ আজ আমাদের গর্ব। সেই গর্ব উদযাপনেই, ইফাদ ও ড্যানিডা'র অর্থায়নে এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় ১৮ আগস্ট ২০২৫ গোপালগঞ্জে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে র‍্যালি ও আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মুহম্মদ কামরুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মোঃ মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজন কুমার নন্দী। শোভাযাত্রায় মৎস্যচাষি, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও ফিড-ওষুধ ব্যবসায়ীরা অংশ নেন। এছাড়া, মাটি ও পানি পরীক্ষা ক্যাম্পেইনে চাষিরা তাদের পুকুরের নমুনা পরীক্ষা করান এবং করণীয় বিষয়ে পরামর্শ নেন। জেলা প্রশাসক বলেন, "গোপালগঞ্জের নদী দখলমুক্ত রাখতে কাজ চলছে, যাতে দেশীয় মাছের বিস্তার বাড়ে।" জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, "অবৈধ শিকার, চায়না জাল ও কেমিক্যাল ব্যবহার বন্ধে আইন প্রয়োগ ও সচেতনতা জরুরি।" শতাধিক চাষী ও পদক্ষেপ এর কর্মিবৃন্দের অংশগ্রহণে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

নিরাপদ মৎস্যপণ্যের বাজার সংযোগ কর্মশালা

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণে মাছ অন্যতম প্রধান সম্পদ। শুধু পুষ্টির উৎস নয়, জীবিকা ও অর্থনীতির জন্যও মৎস্য খাত দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই গুরুত্বকে সামনে রেখে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' এর উপ-প্রকল্প "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" এর আওতায় গত ১০ ও ১২ আগস্ট ২০২৫ তারিখ গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উলপুর ইউনিয়নে নিরাপদ মৎস্যপণ্যের বাজার সংযোগ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে জেলার মৎস্যচাষি, মৎস্য পরিবহণকারী, আড়তদার, পুকুর মালিক, ফিড ব্যবসায়ীসহ 'রেডি-টু-কুক' ও 'রেডি-টু-ইট' উদ্যোক্তাসহ মোট ৫০ জন অংশ নেন। ইফাদ ও ড্যানিডা'র অর্থায়নে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কর্মশালায় বাজারে মৎস্যপণ্যের গুরুত্ব, জাতীয় পর্যায়ে এর চাহিদা, মূল্য নির্ধারণ, বাজারের অবস্থান, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাক্টরদের সাথে সমন্বয়ের কৌশল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনা ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজন কুমার নন্দী। এছাড়াও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী কৃষিবিদ রফিকুল ইসলাম, প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্যালেডিয়াম
নিরাপদ স্ট্রিট ফুড মার্কেট

প্যালেডিয়াম প্লেট

আপনি জানেন কি? ১৬শ শতকে উত্তর ভারতে, সম্রাট শাহজাহানের হজম সহজ করার জন্য মুঘল দরবারি হাকিমের নির্দেশে তৈরি হয়েছিল চটপটির পূর্বসূরী 'চাট'–টক দই, তেঁতুল, বিট লবণ ও মশলার জাদুকরী মিশ্রণে! প্রায় ১৫০ বছর পর সেটি বাংলায় এসে বাঙালির স্বাদ যোগ হয়ে জন্ম নেয় আজকের চটপটি।

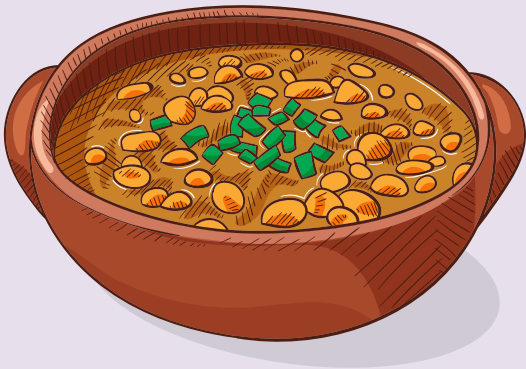

আগস্ট ২০২৫ মাসের কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	ধরণ	জন	টাকা
ফেরত প্রদান	সিপিএফ	৪৮৩	৪,৭৬,৬৪,৮৪৪/-
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	৪৮৩	৩৮,৮৪,০৪৬/-
অনুদান প্রদান	কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম	৫৯৬	১,৮৫,২৭,৫২১/-
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	১৮০	৩৫,৬২,১১৩/-

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ফোরামের মাসিক সভা

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় আগস্ট মাসে মোট ৫টি প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় হাওর অঞ্চলে দুর্যোগের পূর্বে ও পরবর্তীতে কীভাবে নিজেদের নিরাপদ রাখা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য আবেদন প্রক্রিয়া, ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার কৌশল এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার অংশ হিসেবে বসতভিটায় সবজি চাষের গুরুত্ব নিয়েও সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত হয়ে জীবনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। তারা নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং সমাজে আত্মসম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছেন। সভায় প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্য ছাড়াও পদক্ষেপ এর কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরী ক্লাবের সাংস্কৃতিক আয়োজন

প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় আগস্ট মাসে ৭টি কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কিশোর-কিশোরী সদস্যরা কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে পথনাটক পরিবেশনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরেন। এর মধ্য দিয়ে তারা শুধু সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগই পাননি, বরং সামাজিক সচেতনতার বার্তাও ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই আয়োজনে অংশ নিয়ে কিশোরীরা ভীষণ আনন্দিত হয় এবং তাদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এসময় পিভিসি'র সদস্য, অভিভাবক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সংস্থার কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আগস্ট মাসে 'পিআইডিএম' থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

সংস্থার সংখ্যা	সভা/পরীক্ষা/কর্মশালা	ট্রেনিং সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২১	১৪	৪	৮৮৪

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ও জলবায়ু মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৫টি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির এবং ১২টি ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে আলোচনার মূল বিষয় ছিল, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন তাদের সমস্যার কথা সহজে কমিটিতে উপস্থাপন করতে পারে এবং তাদেরকে কমিটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যায়। এজন্য তাদের কমিটির অন্তর্ভুক্তি ও সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়। এ সময় ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি, পিভিসি সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলোতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে গ্রাম পর্যায়ের জনগণকে নিরাপদে রাখার বিষয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিশেষ করে বন্যা ও দুর্যোগকালীন সময়ে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, বন্যার আগে ও পরে করণীয় কী এবং অতিদরিদ্র পরিবারগুলো কীভাবে নিজেদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে, এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরও সক্রিয় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিয়েও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্রিয়করণ সভা

আগস্ট ২০২৫ মাসে কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় মোট ১৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিজি) গ্রুপের সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নবজাতক, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিষয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় কমিটির সদস্যরা উল্লেখ করেন যে, পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এসময় কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, পিভিসি'র সদস্য এবং পদক্ষেপ এর কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি নিকলী ইউনিটে বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১২ আগস্ট ২০২৫ তারিখে নিকলী'র কারপাশা ইউনিয়নের ৪ জন অগ্রসরমান সদস্যকে ২০টি করে মোট ৮০টি ডিম পাড়ার হাঁস এবং হাঁস পালনের ঘর, খাদ্য ও খাবার দেয়ার পাত্র প্রদান করা হয়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে সদস্যদের জীবনমান উন্নয়ন এবং আয় উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। পরবর্তীতে ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে নিকলী ইউনিটের আরও ৪টি ইউনিয়নের ৬ জন প্রাগ্রসর অতিদরিদ্র সদস্যকে ৬টি বকনা গরু প্রদান করা হয়। গাভী পালনের পাশাপাশি কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য প্রতিজনকে ১ কেজি করে কেঁচো এবং ২টি করে স্যানিটারি রিং দেওয়া হয়। এছাড়া গরুর ঘর সেমি-পাঁকা করার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থও প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সদস্যরা দারিদ্র্য নিরসন এবং পরিবেশবান্ধব সারের উৎপাদনে সক্ষম হবেন।

পুষ্টিকর খাবার তৈরির উপকরণ প্রদান

বাংলাদেশে শিশু অপুষ্টির প্রধান কারণগুলোর একটি হলো ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। এর ফলে দেশের বেশিরভাগ শিশু অপুষ্টি ও রোগ সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে, যা শিশু মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। শিশু অপুষ্টি ও মৃত্যুহার হ্রাসের লক্ষ্যে 'পদক্ষেপ' বাস্তবায়িত পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় গত ২৪-২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটে বিশেষ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। এ সময়ে বাঙ্গালপাড়া, আব্দুল্লাহপুর, আদমপুর, পূর্ব-অষ্টগ্রাম, কাস্তুল, ঘোপর্দিঘী, কেওয়ারজোড় ও ঘাগড়া ইউনিয়নের মোট ১৬ জন অপুষ্ট (স্যাম/ম্যাম/খর্ব/কম ওজন) শিশুর জন্য উচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ সম্পূরক খাবার– যেমন পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়ার উপকরণ প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মা'দের মাঝে পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়ার রেসিপি ও রান্নার প্রণালী বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে বুকের দুধের পাশাপাশি শিশুদের পর্যাপ্ত সম্পূরক খাবার সরবরাহ নিশ্চিত হবে, যা শুধু জীবন রক্ষাই নয়, ভবিষ্যতে শিশুদের মানসিক বিকাশ ও শারীরিক বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' এবং 'কৈশোর কালীন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প'

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় সম্প্রতি মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটে বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে 'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' বিষয়ক ৩টি এবং 'কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য' বিষয়ক ১টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। চারটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৩ জন গর্ভবতী মা, ২৪ জন প্রসূতি মা, ১৪২ জন কিশোরী এবং ২৪ জন প্রবীণ নারীসহ সর্বমোট ৪৬৪ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিনও বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পগুলো পরিচালনা করেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর প্রাক্তন সহকারী সার্জন ডা. মোঃ লুৎফর রহমান খান এবং কিশোরগঞ্জ ২৫০ বেড জেলা সদর হাসপাতালের সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. দিলরুবা সুলতানা শুভা।

প্রমিস
ফার্মেসি অ্যান্ড ইজি শপ
বাড়ির পাশেই বিশ্বস্ততার নাম

সুরক্ষার প্রমিস

রোদ-বৃষ্টির আবহাওয়ায় এলার্জি খুব সাধারণ একটি সমস্যা। বিশেষ করে হঠাৎ আবহাওয়া বদল হলে অনেকের নাক, গলা বা ত্বকে অস্বস্তি শুরু হয়।

কীভাবে এলার্জি হতে পারে:

আর্দ্রতা ও ছত্রাক (Fungus): বৃষ্টির ভেজা পরিবেশে ফাঙ্গাস জন্মায়, যেগুলো নাকে শ্বাস নিতে গিয়ে অ্যালার্জি বাড়ায়।

ধুলো ও পরাগরেণু (Dust & Pollen): রোদে ধুলো উড়ে, আবার বৃষ্টির পর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে–এসব অ্যালার্জি বাড়ায়।

তাপমাত্রার পরিবর্তন: গরম রোদ থেকে হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে গেলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতায় চাপ পড়ে, অ্যালার্জি প্রকাশ পায়।

সাধারণ উপসর্গ:

- নাক দিয়ে পানি পড়া বা হাঁচি
- চোখ চুলকানো বা লাল হয়ে যাওয়া
- গলায় খুসখুসে কাশি
- ত্বকে চুলকানি, ফুসকুড়ি বা লালচে দাগ

প্রতিরোধ ও করণীয়:

- হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজলে দ্রুত শুকনো কাপড়ে বদলান।
- বাইরে থেকে এসে ভালোভাবে হাত-মুখ ধুয়ে নিন।
- ধুলোবালি বা ছত্রাকযুক্ত জায়গায় গেলে মাস্ক ব্যবহার করুন।
- নাকে স্যালাইন ওয়াশ ব্যবহার করলে অ্যালার্জির ঝুঁকি কমে।
- যদি উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিহিস্টামিন বা অন্যান্য ঔষধ নিতে হবে।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

অভিভাবক সভা

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায় পদক্ষেপ বাস্তবায়িত 'সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার শিক্ষা প্রদান (আইসিবিসি)' প্রকল্প-এর আওতায় ০৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে লক্ষ্মীপুর সদর ও ০৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে চাঁদপুর সদর উপজেলায় অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিশু একাডেমির প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) মোঃ আবদুল কাদির। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ কাউছার আহমেদ, পদক্ষেপ এর যুগ্ম পরিচালক আনিস হোসেন চৌধুরী এবং আইসিবিসি প্রকল্প এর সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান। সভায় শিশু লালন-পালন, পুষ্টি, সুরক্ষা, অভিভাবকের করণীয় ও মানসিক সুস্থতা বিষয়ে আলোচনা হয়। মোট ১২টি সেশনে শিশুর সঙ্গে গুণগত সময় কাটানো, খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা এবং পজিটিভ প্যারেন্টিং বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। অভিভাবকরা ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের নিয়মিত শিশুযত্ন কেন্দ্রে পাঠানো ও ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের সাঁতার শেখানোর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। পাশাপাশি শিশু বিকাশ, অধিকার, ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ ও ইনজুরি প্রতিরোধ বিষয়ে অভিভাবকদের জ্ঞান ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়।

ক্লাসটার সভা

'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় গত ১৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলায় ক্লাসটার সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় লালমোহন উপজেলায় যত্নকারী ও সহকারী যত্নকারীদের নিয়ে ক্লাসটার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একজন যত্নকারী কীভাবে "শিশু যত্ন কেন্দ্র" পরিচালনা করবেন এবং শিশুদের নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করতে যত্নকারীদের শিশু নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেই সাথে শিশুর সুরক্ষা বিষয়ক শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ, শিশুদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং শিশু নির্যাতনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কার্যক্রম সমন্বয়কারী এবং ইসিসিডি অফিসার ও কেন্দ্র সুপারভাইজারগণ। শিশুযত্ন কেন্দ্রের শিশুর বিকাশ ও সুরক্ষার সর্বোত্তম, আনন্দময় এবং নিরাপদ শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণের আশা ব্যক্ত করে সভা সমাপ্ত করা হয়।

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

আগস্ট ২০২৫ মাসে 'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও ভোলা জেলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এরমধ্যে গত ০৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে লক্ষ্মীপুর জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) মোঃ আবদুল কাদির। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ কাউছার আহমেদ, পদক্ষেপ এর যুগ্ম পরিচালক আনিস হোসেন চৌধুরী, আইসিবিসি প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান। তিনি রামগতি ও কমলনগর উপজেলার শিশুযত্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরে তিনি ০৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও তিনি গত ০৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন। এ সময় স্থানীয় শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, পদক্ষেপ এর প্রতিনিধি এবং কেন্দ্র সুপারভাইজারগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেন্দ্রভিত্তিক ইসিসিডি সেবা, দৈনিক ও সাপ্তাহিক কার্যক্রম এবং শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। গত ২৩ আগস্ট লালমোহন উপজেলায় কার্যক্রম পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ আজিজ। তিনি পশ্চিম চর উমেদ ইউনিয়নের একটি সাঁতার কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। এসময় তিনি শিশুযত্ন কেন্দ্র এবং শিশুদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া শিশুর অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় এবং এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে সাঁতার শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়াও ১৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ভোলা সদর উপজেলায় কার্যক্রম পরিদর্শন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান আহমেদ। তিনি শিশুযত্ন কেন্দ্র, সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় কেন্দ্রভিত্তিক সমন্বিত ইসিসিডি সেবা, দৈনিক ও সাপ্তাহিক কার্যক্রম এবং সাঁতার প্রশিক্ষণের বিষয় নিয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করেন। পরিদর্শনগুলোতে শিশুদের সার্বিক বিকাশ, সুরক্ষা, প্রারম্ভিক শিক্ষা, সাঁতার প্রশিক্ষণ, অভিভাবক ও স্থানীয় কমিউনিটির সক্রিয় সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রেইজ প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন

"প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি"-এ স্লোগানকে সামনে রেখে পদক্ষেপ 'রেইজ' প্রকল্পের উদ্যোগে গত ১২ আগস্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৫ উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকার মিরপুর ব্রাঞ্চ অফিস ও সংলগ্ন প্রধান সড়কে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি ব্রাঞ্চ অফিস থেকে শুরু হয়ে প্রশিকা মোড় প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ব্রাঞ্চ অফিসে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে অংশ নেন গুরু-শিষ্য কার্যক্রমের সদস্যবৃন্দ ও প্রকল্পের এবং সংস্থার এরিয়া ও ব্রাঞ্চ অফিসের কর্মীবৃন্দ। অংশগ্রহণকারীরা দিবসের প্রতিপাদ্য সম্বলিত ব্যানার ও পোস্টার বহন করেন এবং যুব সমাজের সম্ভাবনা ও দায়িত্ব তুলে ধরেন। র‍্যালি শেষে আয়োজিত পথসভায় প্রকল্প সমন্বয়কারী গুরু-শিষ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে যুব উন্নয়নের সাফল্য তুলে ধরেন। এ সময় কয়েকজন সফল গুরু তাঁদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয় এক শিষ্যের অনুপ্রেরণামূলক গল্প–যিনি প্রশিক্ষণ শেষে বর্তমানে মাসিক ৪৫,০০০ টাকারও বেশি আয় করছেন। আয়োজকদের মতে, এই আয়োজন যুবসমাজকে কর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরশীলতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেরণা জোগাবে। একই সঙ্গে স্থানীয় জনগণের মধ্যে 'রেইজ' প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে ইতিবাচক সচেতনতা তৈরি করবে।

শিক্ষানবিশী কার্যক্রম

কারিগরি দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা মনোভাবের সমন্বয় হলো যুবসমাজের সত্যিকারের শক্তি। স্বল্প-আয়ের তরুণ-তরুণীদের এই শক্তিকে কাজে লাগানো এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যেই পদক্ষেপ এর শিক্ষানবিশি/গুরু-শিষ্য কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো, দক্ষ মাস্টার ক্রাফট-পার্সন (গুরু) বা অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে তরুণ-তরুণীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের সুযোগ প্রদান করে। কার্যক্রমটি সংস্থার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২ মে ২০২৫ থেকে ৬ মাসব্যাপী ৫ ব্যাচের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ৬৫ জন গুরুর অধীনে ১৩০ জন শিষ্য বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণের ট্রেডগুলো হলো, গ্রাফিক্স ডিজাইন ও ডিজিটাল মার্কেটিং, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কনজুমার ইলেকট্রোনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন ও মেইনটেনেন্স, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং, ফ্যাশন গার্মেন্টস, ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, সেলাই মেশিন, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, হাউজকিপিং ও ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিসিং, কার্পেন্ট্রি ইত্যাদি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন।

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন (BMED) এর মোট ১৬ দিন (৯৬ ঘণ্টা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আগস্ট ২০২৫ মাসে মোট ৪টি ব্যাচের BMED প্রশিক্ষণ গাজীপুর, আশকোনা, ভালুকা এবং মিরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল বিষয়গুলো ছিল, সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার ধারাবাহিকতা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য মাঠ পরিদর্শন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অংশগ্রহণকারীরা ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করছেন। তারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবসা পরিকল্পনার বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন। এছাড়া, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে, এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্বল্প-আয়ের তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে এবং তাদের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশে সহায়ক হচ্ছে।

আগস্ট মাসে ২৪ জনকে নিয়োগ দিয়েছে 'পদক্ষেপ'

প্রধান কার্যালয়/ জোন/প্রোজেক্টের নাম	পদের নাম	কর্মস্থল	সংখ্যা
প্রধান কার্যালয়	সহকারী ম্যানেজার	আইসিটি বিভাগ	১
	সেলসম্যান	প্রমিজ ফার্মেসি	৩
	জুনিয়র সেলসম্যান		১
বরিশাল জোন	অফিস সহকারী	মুলাদী	১
		বৈঠাকাটা	১
মাইক্রোফিন্যান্স	সিএম - ১, এবিএম (লোন) ও (অ্যাকাউন্ট)	বিভিন্ন জোন	১৭
মোট			২৪

লেখা আহ্বান

পদক্ষেপ এ কর্মরত যে কেউ সংস্থা সংশ্লিষ্ট সংবাদ, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা পাঠাতে পারেন। মনোনীত লেখাগুলো প্রকাশ করা হবে।